OTHELLOR RUMAL
Niranjan Ghosh

প্রথম প্রকাশ
রথযাত্রা ১৩৬৭

প্রকাশক
মায়া ঘোষ
৫৯-সি/১১ শম্ভুবাবু লেন
কলকাতা ১৪

প্রচ্ছদশিল্পী
পূর্ণেন্দু পত্রী

মুদ্রাকর
সুরেন্দ্রনাথ দাস
বাণীরূপা প্রেস
৯/এ মনোমোহন বোস স্ট্রীট
কলকাতা ৬

মা-কে

সূচীপত্র

হাসপাতাল

এখানে পুকুর ছিল।   ঘাসের বিকল্পে কালো জল
হাওয়ায় হাওয়ায় খেলত স্রোত।
যেখানে পুকুর ছিল ক্রীড়ালিপ্ত লতাগুল্মঘাসে
ঢেকে আছে সেখানেই জানার শিকড়,
অভ্যন্তরে গর্ভমূল কী সৌজন্যে কতদিন কেমন শরীরে
আজ জানা, এ বড় রোমাঞ্চ ত্বকে ঢাকা অন্ধকারে।
দু'পাশে সরিয়ে দিয়ে গুল্মঝোপ অন্তস্তল থেকে
দু'হাতের আঙুলের শীতাক্ত ফর্সেপে বের করে আনা বীজ
আলো দেখে, বহির্বাতাসের শ্বাসে শব্দধ্বনি শুনে কেঁদে ওঠে।
কেঁদে ওঠে বীজ
খোসার পাথুরে কালো দুঃখের ভিতর
প্রতিস্মৃত শত কান্না-শব্দময়তায়,
বাঞ্ছিত পরম পদ্ম হয়ে
আকাশ-বাতাস-জল বিধৃত পুকুরে দোল খায়।

পদ্মটি মূলত স্বাস্থ্যসম্পর্কিত, পাপড়িগুলো তার
পরাগের ধূলিমাখা অলংকৃত হলুদাভ পৃথিবীতে জীবন আঁকড়ানো
ভিন্ন ভিন্ন নাম, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এক একটি পাতা—
করোটি, সুষুম্না, অস্থি, হৃৎপিণ্ড, পাঁজর :
নষ্টরক্ত জীর্ণ চাপময় বিগলিত,
কিংবা জুঁই সূর্যমুখী কমল গোলাপবালা ডালিয়া বকুল—
রৌদ্রাহত কীটদষ্ট জীবন-যৌবন।
পিলসুজে নীরক্ত শিখা, পায়ের তলার শব্দগুলো
ছায়াকালো তরঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে যায় দূরে, এপ্রান্ত পেরিয়ে কিনারায়

বাউলের কাছে, যানবাহনে, নানা দেশে, বিচিত্রায়,
তেজী ঘোড়া হয়ে বাঁচতে চায় দৃপ্ত রাগে।
সর্পিল অস্তিত্বগুলো নড়ে ওঠে প্রাচীন তোশকে, ঘুমে,
ক্যাম্পখাটে, জানালার কাঁচে
বিবস্ত্র প্রত্যয়ে কখনও বা কথা বলে পরস্পর—
বর্ণে গন্ধে মমতায় নাকি ভরে যাবে পুনরায়।
আলো হাওয়া ঢেলে পড়া পদ্মের বাগানে
শাদা শাদা তন্বী, মেদবহুল বক ঘোরে ইতস্তত
রোগের শরীর খুঁটে নেড়েচেড়ে আপন শিকারে ডুবে যায়।
অনুজ্জ্বল রেলিংএর কিনারায় প্রায়শই বলাবলি করে থাকে সেসব ফুলেরা :
ফ্যাকাশে গোলাপগুলো ভরে যাবে লোহিত কণায়
কমলের হৃৎপিণ্ডের উচ্চচাপ দ্রুত হ্রাস পাবে
নিষ্ফলা যূথীর গর্ভে জন্ম নেবে শিশু
ডালিয়ার থ্রম্বসিস স-ব ঠিক হবে নিরাময়।

কিন্তু এ কী, বকুল কেমন যেন ঢুলুঢুলু মৃত্যুগন্ধে হয়ে যাচ্ছে ম্লান!
অস্ফুটে গোলাপবালা কেঁপে ওঠে
কমল লাফিয়ে ওঠে হিমবাহ স্রোতে
সূর্যমুখী বেদনায় নত হয়ে প্রতীচ্যের দিকে
ডালিয়া রজনীগন্ধা ভিজে উঠেছে অশ্রুর শিশিরে,
আর জুঁই, অনুর্বর স্বপ্নের জননী?
শুষ্ক তার চোখ
মার্বেলে বাঁধানো অন্তঃসারশূন্য মণির আড়ালে
অন্তরিত ঝরনা যেন শিলার দেয়াল
ফাটিয়ে প্লাবন হতে চায়।

বকুলের বর্ণ কোনদিন জুঁই দেখেনি আলোয়
তথাপি ও হাঁটু গেড়ে বকুলের হালকা ছোট্ট মুখখানা আর্শির মতন
সযত্নে দুহাতে তুলে ধরে

চাপা ক্রন্দনের রেখা ফুটে-ওঠা
নিজের বিষন্ন মুখ দেখে যেন অনুভবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে,
তারপর চেপে ধরে নিঃশর্ত স্তনের মধ্যে বকুলের মুখ,
কেঁদে ওঠে—কথা বল্, ও বকুল, তুই কি নিঃশেষে ঝরে গেলি
কে আছো কোথায় ? তোমরা সব দেখে যাও
বকুল কেমন করে ঝরে গেল
দেখ আরক্তিম শেষ বেলাকার ঝুরঝুর করে ঝরে পড়া

অলংকৃত সূর্যের গা থেকে খসে পড়ে পাপড়িগুলো
ধীরে ধীরে সমাসন্ন অন্ধকার স্রোতে
শাদা শাদা য়ুনিফর্মপরা
ক্বচিৎ দু'একটা বক পুকুরের আশেপাশে বেড়াচ্ছে তখনও,
তারপর
সবকিছু ঢেকে যায় লতাগুল্মে পৃথিবীর সবুজ খেলায় ॥

অসূয়া

আমার বক্তব্য ছিল বাগানের সীমানাটা ঘেরা কাঁটা দিয়ে
ধারালো সত্তার বেড়া ফাঁক করে ভিতরে আসার
সাহস বিনয়ে নিচু হবে। দেখবে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে
এখুনি যে ডুবে গেল সে দেবীই এখানে বাহার

আমার প্রস্তাব ছিল গর্জানো মেঘের পর্দা দিয়ে
বাগানে উন্নত চূড়া ঢেকে রাখা। যেন বাসনার
কোনো লেন্স প্রকাশ্যেই ফটো তোলা হাসিতে বিষিয়ে
না তোলে, ইস্তফা দেয়—স্নায়ুতে স্বর্গের অন্ধকার

আগ্নেয় উল্কার বুক ছুঁয়ে কত দেওয়া প্রতিশ্রুতি
ভেঙে আজ বাগানের চতুর্দিকে নিরঙ্কুশ ঘৃতের আহুতি
রাখলে না আমার কথা, শুধু তাই মূর্তি মূর্তি মূর্তি· · ··

সীজারের পর

আচমকা স্বপ্নের মত দেখে ফেলি দরজার ঝোলানো আড়াল
চারপাশে পড়ে আছে তুঁতে-শাদা কয়েকটা অ্যাপ্রন
শায়ার দড়ির মত কিছু কিছু শিথিলতা পড়ে থাকতে দেখে মনে হয়
বাসি পরিচ্ছদ খুলে এইমাত্র উড়ে গেছে কয়েকটা সুন্দর প্রজাপতি
যারা আজ এসেছিল পৃথিবীতে, হায়, পৃথিবীতে কিছু মনোযোগ দিতে

মাঝখানে টেবিলের ঘাসের উপর পড়ে আছে সেই গুটি
যার মধ্যে পোকা ছিল উড়ে গেছে অন্যত্র এখন
একটা ঠাণ্ডা বৃত্তাকার রিফ্লেক্টার মাথার উপর—
এই সেই সূর্য—প্রচণ্ডতা যার দাউ করে জ্বলে উঠে দপ্ করে নিবে গেছে শেষে
ছড়ানো বিনুনি গাছা, শাদা মুখ, উঁচুনিচু বুকের বাতাস !
গুটির নিস্তব্ধ দেহে ফোঁটা ফোঁটা নেমে আসছে
স্যালাইন ভাগীরথী আঁকাবাঁকা টিউবের কাঁচ তীর বেয়ে
কথা বলবে এ পৃথিবী
কোলের কাছেই যার কান্নাশব্দ ঠোঁটে এক নবজাত শিশু ॥

হিংস্থক বাগানেও ক্ষমা

বিরোধ নিষ্পত্তি হয়ে গেল
মাথা থেকে দলাকরা হিংস্থক আগুন
যেন শরীরের সিঁড়ি বেয়ে নেমে পড়ল
শান্ত জলাশয়ে—
পায়ের গোড়ায় চাঁদ অভাবিত বিনীত কুকুর।

এই সেই
কটাশের রূপ ধরে নিয়ে যেত চুক্তির শাবক
বাগানের চতুর্মুখে লেগে থাকত রক্ত, কৃষ্ণচূড়া ইস্তাহার।
দ্বিপাক্ষিক আত্মসমর্পণে রাত নিঃশর্ত দরজা
এবং সেখান দিয়ে আজ ধুয়ে গেল
কলুষ বাগান,
স্থির জল, অসম্ভব নিঃশব্দ আরাম।
সমাধিস্থ চাঁদ
তুমি এত সুন্দর মৃত্যুর পর
বিশ্বাস হয় না
আর কিছুক্ষণ পর
এই রাত মাটি হয়ে ঢেকে দেবে তোমার শরীর
ঘাটের চৌকাঠ ভেঙে ঝেঁপে আসবে আনন্দের শব্দিত সকাল
বুকের ভিতর থেকে গজানো তিরতিরে ঘাস
সবুজে কখন যেন ঢেকে দেয় অস্থি-র বাগান॥

আদিমতা ঢাকতে গিয়ে

তুমি বড় কথায় কথায় বলো, ধোলাই, ধোলাই !
উঁচানো ভুরুর চুলে এবং বেঁকানো মুখে
যখন আমাকে ভয় দাও, মনে হয় প্রশ্ন করি
স-ব শিল্প সব মুখ নষ্ট বুঝি আজ
যত ভাব কারুকার্য মূর্তি মন
সাবেকি কার্নিশ ভেঙে সবই আজ উল্টোমুখো পড়ে
বুকভরা প্রাচীনতা সবই উপেক্ষার ঝুরো জং ?
তোমার হাসিটা খুবই কটু হবে তাহলে নিশ্চয়ই ।

তা দাও, যেভাবে পার বেধড়ক আছাড়ে ধোলাই
জীবন ঠাসানো স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যাক
ছিঁড়ে যাক দেহ, সুতো, আমি :
ভেঙে যাক যন্ত্রপাতি, মানুষের হাত, তাঁত
ছিটকে এসে আঁশ তুলো
উড়ে উড়ে ভরে যাক সমস্ত পুকুরময় শব্দের ইথার
সুগন্ধী গাছের ফল ফুল রেণু হতে,
তারা গড়ে তুলুক অভেদ শব্দে
একে অপরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে সংঘবদ্ধ দিন
অতি বাড় বেড়ে ওঠা ডগার মাথায় এক ঝড় ।

মনে রেখ
ঘাটের সিঁড়িতে বুক ফাটিয়ে ফাটিয়ে
উঠে আসা শব্দময় কথা :
আদিমতা ঢাকতে গিয়ে পুনরায় ফেলছ খুলে খুলে ॥

মৎস্যকুমারী

উঁচু উঁচু কোঠাগুলো
যে কোন মুহূর্তে যেন মনে হয় অমুক রাজার
শানবাঁধানো পুকুরের পাকা চক্রবাল।
ডুবে থাকে কৃষ্ণচূড়া
যেমন উদ্ভিদ পরিচ্ছন্ন আকাশের কোলে তার মুখচ্ছবি
জল থেকে স্পষ্ট তুলে রাখে।

কৃষ্ণচূড়া এই ফুলই আমার চাকুরি
ওরই জন্যে ডালপালার ভাড়াটে ছায়ায়
সবুজ চারের নীচে চলে আসি,
রয়ে যাই অধিকাংশ অধিকাংশ রক্তের প্রহর।
গা ঘষি উদ্ভিদে লতাপাতায় শরীরে
গড়া হয় কত শব্দ মুষলধারায়
পাগল স্রোতের টানে ছেড়ে দিই ডিম্বকোষ — নিজস্ব প্রবাল—
দুটি কি তিনটির চেয়ে আরও কত বেশি—পরিকল্পনাবিহীন।

সত্তার নিষ্কৃতি চায় যার
ফোটানো ছাতার
সবুজ কার্নিশ হতে ঝরে যায় আগুনের ফুল।
এম্নি করেই কি শুধু তলে তলে মেনে যাওয়া ঝরানো নিয়ম
লাল বিজ্ঞাপনের নীচেয় ?
অথচ বাতাসে পাতা আছে কত যোগাযোগ আকাশ পাহাড় !
আঁশ-ফুলকো-সংশ্লিষ্ট বাস্তব নাভি ভেঙে ওঠে মানুষী সৌরভ
এবং সিঁড়ির পর সিঁড়ি টপকে একটা ঢিলেঢালা
সিদ্ধান্তের মত
মৎস্যকুমারীর মুখ উঁকি দেয় বাঁধানো শহরে ॥

ইউনাইটেড স্টেটস্ অব্ এশিয়া

তৃষ্ণায় গোবির ছাতিফাটা হাহাকার
বিচ্ছিন্নতা চতুর সোনার হরিণের পিছু ছুটে
হা-শান্তি হা-সীতায় হলো পরিণত।
ভূমিকম্প নয়
কোনো এক বিশ্বস্ত হাওয়ার টানে তাদের ঘুমন্ত পাল দুলে ওঠে
তারা জেগে গিয়েছিল
মধ্যরাতে কোনো এক জন্মগ্রহণের দৃশ্য দেখে,
চুক্তিবদ্ধ ঋষিবালকেরা তপোবনের বালিশ থেকে মাথা তোলে,
মেতে ওঠে আকাশ-জরিপে
দু'হাতে গেরুয়া ফুল বিধিবদ্ধ স্বাগত-প্রণামী ;
এরা সব জ্ঞানীবর্গ, প্রাক্তন পুরুষ
করেছিল চাক্ষুষ দর্শন :
হাইফং রক্তিম বন্দরে ভেসে উঠলো সেই স্বীকৃত সূর্যের মুখ
পরিক্রমা যার শুরু পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ মাঠ জুড়ে—
হিমালয়চূড়া থেকে দেখা যায়
প্রথম আলোর ঝারি চিকিমিকি ভল্লার বাগানে,
'চীনের প্রাচীর থেকে নীচে ঠেলে ফেলা
পুঞ্জীভূত অন্ধকার কালো দীর্ঘ ছায়া,
পীত কৃষ্ণ লোহিত সাগর ঘিরে চমকের সীমা।

রাজপুত্র বেড়ে উঠলো দ্রুত চূড়া উঁচু করে
এতদিনে বহুমূল্য রাজকীয় সাজ হলো শেষ :
জুতোর ধাতব নাল আঁকড়ে ধরলো গ্রানিসিক্ত মাটি
কব্জির চুড়িতে মুক্তা জ্বলে উঠলো সুতীব্র ছটায়

বাহুর অনন্ত হলো তেজস্ক্রিয় নীলার প্রত্যয়ে
বর্মাবৃত বক্ষোময় ঝিকিমিকি গৈরিক মহিমা
সুমিষ্ট কণ্ঠের চিকে নীলাভ পাথরে সহিষ্ণুতা
দৃষ্টিজোড়া মণিময়,
অন্ধকারে মুকুটের সবুজ পান্নায় প্রতিফলিত ইঙ্গিত-রশ্মি উন্মুক্ত ট্র্যাফিক

তারপর সমুদ্র ডিঙিয়ে রকি-শিলা-বেড়া ভেঙে
ধনুর্বাণধারী মুখোমুখি।
অশোককানন হতে শান্তি-সীতা নিশ্চিত ফেরাবে বুকে
রাজপুত্র দ্বিতীয় ইউ-এস-এ ॥

বিবাহ

যেহেতু সে-ঘরে রক্ত চলাচল অনিবার্যতার
সেহেতু তোমার হাতে কারুকলা ছিল সাজাবার
শাড়ি চুড়ি বেলমালা কাজল কুঙ্কুম দিয়ে সাজানো সে ঘরে
ভাল লাগতো দু'দণ্ড জিরোতে,
অথচ এসব উপাদান অলৌকিক অসুলভ নয়
পথে ঘাটে ফেরি হয়, মেঘ হতে ভেসে যায়, মালাকার দু'হাতে শুকায়
কিন্তু অগোছালো বড়ো, আদম-ইভের মত, সমুচিত নয়
তাই তবু তুমি,
বারে বারে সেখানেই ফিরে আসি জীবন্ত বাগানে।

তারপর একদিন
জল নয় ঝড় নয় আগ্নেয় উদ্‌গার কিংবা ভূমিকম্প নয়
তোমার সে ঘর
ভেঙে গেল অনির্ণীত কোনো এক জ্বরে,
বিছানা-ব্লটিং-এ শত ছিদ্র দিয়ে দ্রুত শুষে নিল
মাটি জল আগুন বাতাস শূন্য শিয়ালের মত সব ছেঁড়াছিঁড়ি করে।

অন্ধকার নেমে আসে
সামাজিক পৃথিবীটা জঞ্জালের মধ্যে ডুবে ভারি হয়ে যায়
ইতস্তত শাড়ি চুড়ি বেলমালা কাজল কুঙ্কুম যেন খোলস হাওয়ায়
তুমি শুধু নেই !

আসলে তা নয়, তুমি আরশোলা-ইঁদুরে জীর্ণ ঘরখানা ছেড়ে
রাগমেলা বসিয়েছো সুবাসিত অন্য কোনোখানে,
সেখানে ভিড়ের মধ্যে বাঁশি শুনে শুনে
সাপুড়েকে খুঁজতে ছুটে যাই
পৃথিবীতে হেঁটে হেঁটে খানাখন্দে
ক্ষিতি অপ্‌ তেজ মরুৎ ব্যোমে ॥

এ-লজ্জা এখন

তুমি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে না আমার
যা উচিত ছিল
ফলত এসেই দেখে ফেললে,
একান্ত ব্যাপার যেটা ঠিক জানা উচিত ছিল না
জেনে গেলে
এ-লজ্জা এখন কিসে ঢাকি !

তুমি আর সে ছোট্টটি নেই, ধ্বজা ওড়াতে শিখেছ
উন্মুখ পরাগ
স্ত্রীর মত তোমার সারা গা
কী চমচমে
ভাবছিলাম দেখছিলাম ল্যাবরেটরিতে
শাদা ফুলশায়া খুলে ধুতুরার গভীর গোপন ।

মন স্বভাবে যে ছাড়া-গরু
একটু অসাবধান হলেই রসুনে ঘাসে মুখ দেয় ।
আত্মীয় শরীরে যে ঘন রক্তের নিষেধ রয়েছে
ভুলে গিয়ে
ঘর খুলে রেখে উত্তেজক এইসব ভাবছিলাম ॥

রাত্রির কণিষ্ক

তমসার প্রজ্বলিত রাত্রিগর্ভে মন্থর শিশির
বনানীর চোখে মুখে
আলগোছে ফুলন্ত কেশরে
পৃথিবীর আতপ্ত শরীরে ঝরে পড়ে।

এখনো নিদ্রার দেহ ভারাক্রান্ত মাটিতে পা রেখে
সূর্যের পেখম বোজামাত্র
অন্ধকার স্তূপের ভিতরে
অসংখ্য কণিষ্ক শুয়ে পড়ে।

হাহাকার শব্দহীন
হুহু করে ইতিহাসে অবশিষ্ট হাত বেয়ে ঝরে।
রাজপথে মুণ্ডহীন ধড়ে
রাত্রির কণিষ্ক ভেজে মন্থর শিশিরে ॥

কবিরাজি

পুনরুজ্জীবনের উপায় খুঁজতে এসো আমরা যাই কোনো গন্ধমাদনে এখন।
দাগ-দাগ বিস্বাদ মিক্শ্চার
কিংবা মাঝে মাঝে বাড়াবাড়ি হলে একটা ছোট্ট দার্শনিক তত্ত্বঘটিত পুরিয়া
এসব তো অনেক হয়েছে
বুকের ব্যথা কি সেরেছে এখনও ?
বেঁচেছে কি আমাদের ভাই, সহোদরের চাইতেও বেশি
এমন অনেক লজ্জা, মানুষের অহংকার ?
থাকনা ওইসব কিছু কিছু দুর্বিনীত চূড়া
চিরকালই যারা থাকে, এবং কখনও যারা প্রকৃতির মত অধিকাংশ নয়।
দেবতার বিচরণ
মানুষের মুখপরানো গন্ধর্ব নিযুক্ত সতর্ক পাহারায়
ভয়ংকর খরস্রোতা নদী বাঘ সিংহ শাল-পিয়ালের ঘন বন
প্রতিক্রিয়াশীল গাঁটছড়া বাঁধা আমড়াপোকা
সিগ্ন্যালের সবুজ মসৃণ পাতা ফুটো ফুটো করে ভয়াবহ গহ্বর বানায়
নানা রকমের ব্লিচিং গন্ধের মধ্যে চলতি মাদকতা
আর এখানেই স্বতঃস্ফূর্ত আশ্চয ওষুধ, এসো আমরা চিনে নিই :
সোনার বরণ লতা রক্তরঙা ডাঁটিতে পিঙ্গল পাতা ঢাকা নীল ফুল-ফল,
মূল বিশল্যকরণী
আমাদের শেলবিদ্ধ প্রিয় ভায়েদের জন্যে তুলে আনতে
এসো আমরা বানরের ক্ষমতা প্রার্থনা করি ॥

মারমেড, এখন অনেক রাত

উত্তাল সমুদ্র নাচে নীল কালো স্ফটিক সবুজ
দুপুরের সূর্যশিখা অবেলায় কালো হয়ে গেল
সেই মুখ ডুবো চোখ অসংলগ্ন পথে ঘাটে মনে
অলিগলি চূড়া-ছাদে গাছে শেডে দালানের গায়।
মারমেড, একদিন তোমার গলাটা জড়িয়ে ধবে বলেছিলাম
আমার ভূগোলটা যেন সহজ আলোবাতাসে ঘোরাফেরা করে
আমার ইতিহাস যেন শাদা শান্ত মিষ্টি ধূপে স্মৃতি তুলে আনে
সমুদ্রে হারিয়ে থাকা গভীরতা থেকে
আমার বিজ্ঞান যেন মিলনের গবেষণাগারে
নিয়ত নিরত থাকে চোখে চোখে নীল চোখে মুখে।

রাইফেলে ঘোড়াটা দাপিয়ে ওঠে
চিরন্তন অচেতন ঘুমে সারা শহর ঘুমিয়ে পড়ে
শাদা দালানটা একা মৃত স্তব্ধ আলোর বেদনায় পোড়ে
রাজকুমার হারিয়ে গেছে
অতল গভীরে ভয়াবহ সমুদ্রের রক্তে বর্ণে অন্ধকারে
মারমেড, তুমি একা
এখনও নির্জনে জেগে!
দেখ, দেখে যাও, চেয়ে থাকো
সমুদ্রে বাতাসে বন্দরে শিশিরে—
সে আসবে বলে গেছে, কণ্ঠলগ্ন হয়ে বলে গেছে।
মন্ত্রঋষি রক্তস্রোতে নৌকা করে ফেরে ঐ দেখ
হাতে গীতা শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম বাঁশি
তেজ অগ্নি রক্ত চন্দন আলো অন্ধকার
ঝড়, চিরায়ত ঝড়ে উদ্বেলিত সামুদ্রিক চূড়া।

মারমেড, এখন অনেক রাত, আমি ক্লান্ত
আমার হাতটা ধরো
আমি জানি এ-রাত ফুরিয়ে যাবে
আমি জানি এ-রাত বুড়িয়ে ফরসা হবে
আত্মার গভীরে বাসনার চূড়ান্ত সমুদ্রে তবু
ঐ দুটি নুয়ে পড়া কালো চোখে
যদি ঝুলে থাকি
মনে হয় কিছুক্ষণ বেঁচে আছি, দ্রুত বেঁচে উঠি
জড়ে হিমে সাগরে শিশিরে কান্নারত জলসাঘরে অস্থির বন্দরে।
মারমেড, মায়াবিনী খুনের নেশায় মত্ত এই রাজপথ
ঘাতকেরা হেঁটে ফেরে নিশ্চিন্ত আরামে
হিংস্র পশু আলোহীন হৃদয়ের অরণ্যের অন্ধকারে যেন,
এত সস্তা নরবলিদান !
রক্ত যেন শায়েস্তার রাজ্যময় টাকাপ্রতি আটমন চাল।
মারমেড, হয়তো কখন্ আমি সহজে ঘুমুবো
জানবে না কেউ
ডুবে যাবে শিয়রে তোমার চোখ
উঠন্তি সূর্যকে ডেকে নাবিকের হতাশা বুঝিয়ে ব'লো, বেশ !

সমুদ্র হেঁটে বেড়ায় জলের তিমিরে
জ্যান্ত কালনাগিনীর কালো চামড়ার মত,
মারমেড, আমি এখন অনেক দূরে
তুমি চারদিকে কুয়াশায় ডুবে শোকার্ত বিহ্বল—
কাল আমার মৃত্যুর দিন ॥

সাঁকো পার হতে গিয়ে

ছোটবেলা মনে হত আমাদের সাঁকোটা
বড় নড়বড়ে, বাঁশের থেকে পা ফসকে
যদি নীচে পড়ি, ভয় ছিল ডুবে যাবার

নদীর মতই বয়স হয়েছে আমার
সেই জল নেই, চর পড়ে গিয়ে ফোকলা
পুরনো দিনের ছাগল চরছে সেখানে

কুঁড়ি খুলে ফেলে পাপড়ি দিয়েছি ভাসানে
রক্তের মত প্রতিমার দুশ্চিন্তা
উবু ঘাসে মুখ দিয়ে বেড়াচ্ছে এখনও

দীর্ঘ সাঁকোয় হাঁটা ফুরুবে না কখনও
পায়ের তলায় মচমচে নিরাপত্তা
এক অজগর, জোরে চেপে ধরি সাঁকোটা।

আলোর পশ্চাতে

আমি যদি সকালের মত কিছু বলি
আমাকে মারবে ওরা
শতকরা শত জনই মিলে দোল-রঙে ঢেকে
ওরা সব মজা লুটে খাবে ॥

মৃত্যু

দ্রষ্টব্য ফুরুলো।
করনিয়া-কালো অন্ধকারে মণির লণ্ঠন
দুলিয়ে দুলিয়ে কে যেন লোমশ বেড়া টপকে গেল
ঠিক মৃত্যু
নাবালিকা জন্ম-কে এভাবে পথে বসিয়ে সে চলে যায়
পৃথিবীরা হা-হা করে ছুটে আসে :
বলাৎকার আমৃত্যু লেলিয়ে দেয়
বিদ্রোহী পিঁপড়ের মত কোটি জন্মকীট ॥

অতিরিক্ত দু'দিন

আমি একটা প্রকাণ্ড জরায়ু
ভ্রূণে জবা বর্তমান কম্পাসের কাঁটা
অস্থির অশান্ত ঘূর্ণিঝড়ে অনিশ্চিত যন্ত্রণার বেগে
সৈনিক রক্তের শিশু বেড়ে উঠছে এখনও শরীরে,
অবিকৃত নির্বিঘ্ন প্রসব ভয়ংকর দেখার বাসনা
পৃথিবীতে সেজন্যে দু'দিন আর থেকে যেতে চাই।

রাজা

নিরক্ষরেখায় ওই কে দাঁড়িয়ে কাঁদে, ওকে

ডেকে দাও পাশে

রাজন্য যে-পথে হেঁটেছিল সেই ছাড়া পথ থেকে।

সব কিছু ভেদ করে সবার ভেতরে থেকে রাজাদের চলা ছিল নাড়ীর মতন

হারের সারাংশ মধ্যমণির সমান।

সুতো ছিঁড়ে নিজেরাই সরে গেছি আমরা সব পরিত্যাগ করে,

আজ তাই মাঝখান বলে কিছু নাই

দাঁড়াবার সে-রাজার স্থান ;

শূন্য-অঙ্ক বুকের রেখায় তাই রাজ্যহীন বৈষ্ণব বাউল॥

ডাকবিভাগের প্রতিকূলতায়

ডাকবিভাগের প্রতিকূলতায়
সে প্রথমে একটা ঝড়ের মধ্যে গিয়ে পড়ল,
কয়েকটা শব্দের প্রতিনিধি—প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিমা,
তবু সে ঝড়ের ভিতরে
একটা পরিপন্থী শক্তির চক্রান্তে ঘূর্ণ্যমান :
তার জামা ছিঁড়ে যাচ্ছে, অন্তর্বাস প্রকাশিত,
শাড়ি নিরাপদ নয়,
ঝড়ের বিরুদ্ধে সে ক্লান্ত, অবশ
সে এ-ভাবেই মাটিতে পড়ে যায়।
মেঘদূত যে পাঠিয়েছিল, সে ভাবছে নিশ্চয় এতক্ষণ—
যার কাছে,—সে জানতে পারছে না কিছুই
অথচ শব্দের তৈরি হলুদ মোড়ক ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে,
এরপর বৃষ্টির আঘাত—থেঁতো হচ্ছে শব্দগুলো—
নাকমুখ—নিঃশ্বাস বিশ্বাস—শিরা, হৃৎপিণ্ড, ধমনি।
এ-ও শেষ নয়
তার পর সূর্যের শাসন
রৌদ্রের চিতায় একটা সম্পূর্ণ মৃত্যুর শব
পুড়ে হাড়গোড় ভেঙে কুঁকড়ে যাচ্ছে
শেষ হয়ে যাচ্ছে যে পাঠিয়েছে, সে ;
ভ্রান্তিতে বেঁকে দুমড়ে যাচ্ছে যার জন্য পাঠিয়েছে তার পথ
কেউ জানে না।

অথচ এমন বিশ্বাসহীনতা, বোঝা সহজ ছিল না
কেননা দেয়ালে টাঙানো হৃৎপিণ্ডের মত

াজ,মা-লাল ডাকবাক্সটার প্রতি মায়া হত
:স নিশ্চয় এমন করবে না।
:কননা এ-বাক্সটার মধ্যে কোনো নিজস্বতা, কোনো সত্তা, কোনো কথা
বন্ধক থাকে না।

চাক দেবেই চিৎকার করে
ছিটকে বেরিয়ে আসবে সেখান থেকে ;
:সই ডাক বহুদূর হতে শোনা যাবে সমুদ্র পেরিয়ে
চালনাগিনী তরঙ্গের কিলবিলে ত্বকের উপর দিয়ে
র্গেটের মত নাচতে নাচতে এসে
:সই ডাক, সেই কথা
র্তমান প্রাণের বুড়ির
াওয়ায় উল্লাসে স্ফীত বুকের পাটার মত তীর ছোঁবে,
:সখানে আছাড় খেয়ে খলখল করে
হসে উঠে ভেঙেচুরে চুরমার হবে—
র নাম বিশ্বাস।
স সাড়া নেবে, সাড়া পৌঁছে দেবে—
ডকে তুলবে মানুষের প্রত্যয়গুলো ঘুমের বিছানা থেকে,
প্রতিটি চৌকাঠে
পৌঁছে দেবে বার্তা—
াগরিক স্নায়ুর ডুবন্ত পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে ঢুকে গিয়ে
রজায়, দরজায়।

ন্তু তা হয়নি বলে একজন নিঃশেষিত
মনে স্বামী আলা ক্রিয়াশীল।
ন কী হবে,
চাগীয় মন্ত্রীত্বের অবসানে কী লাভ ?
রও পদত্যাগ করা উচিত হবে না
তে বিপত্তির ফলাফলের বিকল্প নেই,

সম্পূর্ণ ঝড়ের পাখি দৃশ্যমান আকাশের পার্থিব সীমানা ছেড়ে নিরুদ্দেশ
হবে না কখনো

অস্তিত্ব ঝাঝ্‌রা-করা যে ভয়ানক বৃষ্টি
ফুটোর হাজারদুয়ারী দিয়ে
তা ফিরে গেলেও ক্ষত আর শুকোবে না।
বরং তোমরা দেখ যা হবার,
নির্দ্বিধায় কেমন করে জ্বলছে দিনগুলি
দিনগুলি
কেমন করে মদ খেতে খেতে
শ্রী-হারানো কদাকার শকুনির মত
অসামাজিকভাবে এলোমেলো উড়ছে,
উড়ে বেড়াচ্ছে
রমণীয় মাংসের স্তূপ, তাজমহল, শতাব্দীর আশেপাশে,
চার পাশে॥

ওথেলোর রুমাল

সূর্য হারিয়ে যেতেই ঝড়,
সামনে এসে দাঁড়াল নিকষ কালো দৈত্যকায় অন্ধকার
তার চোখ যেন ট্রাফিকের রক্তাক্ত নিষেধ
বিকৃত ঠোঁটের ফাঁকে বিদ্যুতের দাঁত
মেঘের হুংকার তার প্রশ্ন :
প্রেমের প্রতীক-চিহ্ন কই ?
কালো ভল্লুকের থাবা চিৎকারে উদ্যত
কাদাবালি-মাখা তটভূমি যেন পায়ের পাতার মত স্থির
সেখানে আছাড় খায় বারবার
গঙ্গার বিশুদ্ধ ঢেউ, ডেসডিমনা :
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, বাঁচতে দাও, আমাকে মেরনা ।
ভেতরের চক্রবালে সমস্ত সবুজ গুণ একযোগে ঝড়ে
মাথা ঝাপটে বলল, না-না-না-না ।
তারপর ঝড় থেমে গেল, শান্ত স্থির ।

সূর্য-আঁকা সিল্কের আকাশ
খুঁজে পাওয়া গেছে—
পৃথিবীর সবাই চিনেছে ঠিক এ রুমাল কার ॥

একটি পরিত্যক্ত কারখানার জন্যে

এ-চিমনিতে আমরা কথা বলেছি একদিন
হতে পারে বিষণ্ণ, কিংবা হতাশা
তবু আমাদের এই ধোঁয়া উচ্চারণে দারুণ গতিশীল ছিল
আমাদের মালিককে ছুঁতে পারতো আকাশ পেরিয়ে।
আমার মনে আছে তখন এপ্রিল
বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার দিন
বিশাল চিমনিটিকে সকলে কাঁধে করে নিয়ে এল
পুঁতলো, জল দিল ; উচ্চারিত হলো—
"মৌনী মাটির মর্মের গান কবে উঠিবে ধ্বনিয়া
মর্মর তব রবে."
সবাই চাইলো,—ফুল দাও, ফল দাও !

তারপর কোন্ ক্রুদ্ধ বাতাস সব ঝাঁট দিয়ে দিল।
যারা শ্রমবিনিময়কারী, তারা নেই
চিমনির মুখে কোন উচ্চারণ নেই
থেমে গেছে অলৌকিক বিক্রিয়ায় চাকা কী আগুন ;
বিভিন্ন আকৃতির লৌহপিণ্ড বা শলাকাশূন্য
পরিত্যক্ত সিমেণ্টের গায়ে
মাটির স্বাদ নিচ্ছে গাছপালা ঘাস বনলতা।

কখনও গভীর রাতে যদি কেউ এই পথে এ-প্রান্তরে যায়
দেখতে পাবে চিমনির মাথায় বসে পা ঝুলিয়ে প্রকাণ্ড এক চাঁদ
অদৃশ্য এখনও কারা বহু হাতে ধরে আছে শক্ত টানাতার
শোনা যাবে,—ফুল দাও, ফল দাও !!

যদ্দিন না সেই পাখি

মুখরা টিয়ার কথা শুন না, খাঁচায় থেকে থেকে
শিখেছে এসব।
আকাশে কী মান হতো প্রত্যহ বাঁচার
কণ্ঠস্বর বচন বাচন কীরকম হত তার
জানা নেই
জানা শুধু খাঁচায় কী ভাষা হলে কেটে যায়
দিনগুলি—আশ্রিত, অধীন।
বিশ্বাস না কর ওকে খাঁচা হতে ছেড়ে দিয়ে দেখ
অ-আ ক-খ যাতে তার
পাখার সংহত দিন ভরা ছিল তাও ভুলে গেছে :
সামান্য রৌদ্রের খণ্ড কাঁধে নিয়ে দৌড়তে পারছে না
খোঁড়াচ্ছে ও, কিংবা এক-পায়ে মূক সকালের সবুজ অশথ।
দু'চারটে কটূক্তি তার সয়ে নিও
যদ্দিন না সেই পাখি চাখতে পারবে পরিপূর্ণ রৌদ্রের আস্বাদ ॥

কর্পোরেশনের গাড়ী এবং আমরা পাঁচজন

এক

আর পাঁচ জন কুঁচকে দাঁড়াচ্ছে দুধারে
আমাদের গাড়িখানা ছুটছে বেগে
৩৬০০ সেকেণ্ডে 10^7 মিলিমিটার দূরত্ব
আমাদের বয়সের গড় ৯,১২৫ দিনের মত, মোট ওজন ২৪০০০০০০০
মিলিগ্রাম

নাড়ির স্পন্দন আশি
যাব মাত্র তিন কিলোমিটার দূরের মাঠে
কিন্তু যাতায়াতে কম হলেও অন্তত ৬০,০০০ মিটার
এবং
যতক্ষণ না সময় দূরত্বের মধ্যে ও দূরত্ব সময়ের অভ্যন্তরে
ঢুকে যায়
ততক্ষণ আমাদের নাকে সরু সুতোর মতন
শুয়ে থাকে ময়লার স্তূপের গন্ধ নির্বিঘ্ন আরামে
অজস্র সংখ্যার মাছি অনুভূতির শরীরে লেপটে থাকে
বড় একটা চাকে
তারপর শিফটের ডানায়
শাদা কঙ্কালের হাসির মতন শুকনো চাকখানা বেঁধে রেখে
অশথের অজীর্ণ ডগায়
মাছিগুলো উড়ে যায়
ব্যাস, সব সাফ !

আমরা পাঁচ জন, বিষ্ঠাসঙ্কুল গাড়িটা ধীরে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি
আর পাঁচজনের ভিতর থেকে দূরে।

দুই

আমরা পাঁচ জন এখন অপরাপর সকলের মত
শুচিবাই নাটকে সামিল
ছেঁড়া জামা এঁটোকাঁটা স্তূপাকার রেখে
লাল নীল গ্রীনরুমে আছি।
সামনে ঐ বাজারে আগুন
রৌদ্রেরও আতংক যেন সবজিময় শিখা
সরীসৃপ স্নায়ু রক্তের ভিতরে কুঁচকে যায় তৎক্ষণাৎ
বৃষ্টি আমাদের দাবি।

পড়ে থাকে গাড়ি
সারি-লাগা ঠাণ্ডা হিম গাড়ির খোলস ছেড়ে আজ
মাঝরাতে বহু দুঃখে আমরা পাঁচ জন
ফিরে আসছি বিষ্ঠা হাতে আর পাঁচ জনের গভীরে, কাছাকাছি

অন্ধকার ঘাতকের হাতে

রাজপথে বহু ব্যয়ে কালীর প্যাণ্ডেল বাঁধা, আশ্চর্য সুন্দর,
এবার এটাই অঙ্গদের ঘাড়ে নেবে এক চোট
দীর্ঘ একটা রৌপ্য খাঁড়া প্রতিমা দেখার আগে উঁচু-করা মাথার উপর ;
খাঁড়াটার চোখ আছে, ধারালো জায়গাটায় তাজা লাল শালু।

আলো জ্বলে ওঠে
খাঁড়াখানা উদ্দীপিত চারদিক করে অন্ধকার
তারপর এক ঝাঁক ঘন লাল আলো—
শিয়াল, শকুন, পেত্নী—গনগনে রক্তাক্ত উল্লাস !
সাইক্লিক-রোটেশনে পুনরায় আলোকিত সকলেই খুশী।

মনে হলো কষকষে অন্ধকার ঘাতকের হাতের মুঠোয়
চমকিত খাঁড়াখানা যেন নেচে উঠছে বারবার
এবং অদৃশ্য একটা হাড়িকাঠে শোনা যায় চাপা আর্তনাদ—
চাঁদা চাঁদা, অপব্যয়, ব্যয়-ব্যয়, ব্য—, ব্য—, ব্য·····
পলকেই ঘ্যাচ্ করে আলোর বন্যার লালে ভেসে গেলে চোখ
বিকট বাদ্যির তালে পৈশাচিক আনন্দটা লাফিয়ে বেরোয় ॥

অঙ্কুর

অনাগত পদার্থটি মাটি চেয়েছিল
চেয়েছিল জল আর আলো
যা অবৈতনিক প্রাপ্যগুলি মিটিয়ে দিয়েছে সামাজিকভাবে,
কী ক্ষোভ ছিল তা জানা যায় নি এখনও
নাকি এই নীতি, অনিবার্য সংবিধান ;
অলৌকিক অন্ধকার থেকে একদিন স্বপ্নের মত বিনির্গত হল
বেরিয়েই (গর্ভের বিস্তৃত পরিবেশ দু'ভাগে ফাটিয়ে দিয়ে)
জননীর সম্পর্কিত বহিরাবরণ—
মটর তেঁতুল কুমড়ো বীজের খোসার মত
আছড়ে ফেলতে ভুলে ধরল মাথার উপর সবুজাভ কচি দুটি হাতে
উৎপাদিকা মাতা কোন একটি সুপ্রাচীন ব্যবস্থার মত
ভেঙে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে প্রসবিত বীজের খোসার মত ঝরে পড়ে
বৃদ্ধা অস্তিত্বের প্রতি অশেষ মমতাজাত মৌসুমী কান্নায়
চাষী মানুষেরা আশ্চর্য খুশিতে হাত তুলে
জানায় অভিনন্দন যাকে, সে অঙ্কুর ॥

নাইট শিফ্‌ট

শিফ্‌টের ফার্নেস-মুখে
বৈঠা হাতে তুমি,
তোমার ঘামের জমে-ওঠা সমুদ্রের ক্ষুব্ধ ঢেউ
ভেঙে ভেঙে বৈঠা মারো,
ফার্নেস-জঠর হাউ হাউ করে জ্বলে।
সে-বৈঠা তোমার বেলচা, যেটা
কয়লা এবং আগুনের মধ্যে গান গায়—
খ—অচ্‌, খ—অচ্‌—

আমি দেখি, সারা রাত দেখি—
খ—অচ্‌ খ—অচ্‌ গীতিময় বেলচা হতে
কয়লার দাউ দাউ তাপ
সাপুড়িয়া মোহাবিষ্ট রাগে
উত্তেজনা সাহসী ফণার মত ছুঁড়ে তোলে
বুকের খোপর হতে ঢাকা খুলে
আচোয়াল বিষভরা দাঁতে ;
তদারকি ছুঁড়ে ফেলে তোমার নৌকায় আমি
চলে যাই, সারারাত জাগি

নৌকা

দেহটা পটলচেরা চোখের মতন আজ বড় বেশি উৎকর্ষ প্রার্থনা
আকাশের জলে প্রতিফলনের গাছ ফুলপাতা—গোড়ের মালার মত স্থির—
এ-শোকযাত্রার পথ স্তব্ধ দীর্ঘস্থায়ী।
ছইয়ের কুটীর পড়ে আছে সেই কাদার উৎসবে
সঙ্গে শুধু শূন্যতা—গলুই, বুক—খোলা পাটাতন
ঘর-গেরস্থালির নোঙর-ছেঁড়া রশি—ছিনে জোঁক
পাগলা হাতী এ-মুহূর্তে শ্বাস নিচ্ছে ফুলমালা নক্ষত্র আকাশ

আমি কি শ্মশানমুখি
না, তবে এ মালা কার, কী সৌজন্যে কে রেখেছে এমনি করে গাঁথা চক্রবাল ?
আমি চলছি, বাজছে ঐ শব্দের নূপুর
আমার পিঠের নীচে মেরুদণ্ড, প্রসববেদনা—হিমেল তাৎপর্য স্রোতস্বিনী
বইছে, বইছে···চলেছি কোথায়
কে মাঝি, ইঙ্গিত কার, সে কি সেই মজ্জারক্ত মানবিক উত্তরাধিকার
স্রোত হয়ে আমাকেই ঠেলে ক্রমাগত ?
ভেসে আছি আকাশের প্রতি
সেখানে জ্বলেছে আলো, ফুল ফুটে, যত গাছ-গাছালির অস্তিত্বের রঙ সবই আছে
শুধু আমি নিজে নেই, নিজেরই মুখের ছায়া সেখানে পড়েনি

হয়তো তাই ঠিক
রূপালী দেহের জ্যোৎস্না প্রকাশ্য সকালে খুন হয়
সামনে পুব দিক
সূর্য জেলে দেয় চিতা—সন্তলাল কালভার্টের অলংকৃত বিশুদ্ধ শিখায়
আমি বয়ে যাই
যে-সেতুর কোলজোড়া শিশুর মানুষ
আমি সেই মাটির সেতুর নিচু দিয়ে চলে যাই অন্তর্গত আগুনের নিহিত গভীরে ॥

দাঁত

আলোকঘটিত ফুল, রেলিং-সাজানো এই বর্ণমালা, আমার বাগান
যে-আলোয় আমার রক্তের দূত গুহাপথে পথ চিনে নেয়,
দধীচির হাড় এই আলো ক্রমাগত চিবিয়ে চিবিয়ে
মজ্জাগত তাৎপর্য শেখায়।

পোকা চেনা, পোকাকে চিবিয়ে শেষ করা আর হল না আমার
তার আগে আলো পড়ে গেল
দুষ্ট রক্ত মাসিকের মত চুঁয়ে এলে
নেমে এল হাঁ-করা বিবর ঘিরে ফোকলা অন্ধকার।

তবু যদি আমার যত্নের সৃষ্ট জাতকের দু-মাড়ী বাবদ
দেখতে পাই ফুটে উঠছে ফের দুধে আলো
অন্তর্ঘাতী যুদ্ধে জিতে যাই—
সেই যেন আমার বাগান॥

কথা

না হয় কথার পিঠেই চড়ে বসো
টগবগিয়ে লাগাম ধরে ছোটাও,
খুরের দাপট গুঁড়িয়ে ফেলুক শুকনো নাড়া
দরজায় মন-মরা যত দ্বিধা।

দরজা খুলে প্রায়ই যেতে ওপার :
কী হবে সব দিয়ে
ফেলে দিতে
এই কথাটা সেই কথাটা নিষ্ফলতায় ঢেলে।

শুধু শুধুই ওদের ছেড়ে দেবে কেন হাওয়ায়
অকারণে ঝরবে কেন ফুল :
হলুদ দেখ শুকনো গোড়ার নীচে
কথার পিঠেই মনের মত দিনের মত পাতা

ভাষান্তর

তোমার মুখটায় যেন নোলোক-ই মানিয়েছিল বেশ
নোলোক ঐতিহ্যবাহী—নিজস্বতা—রক্তের ধমনি।
জার্মান ইংল্যাণ্ড চীন ফ্রান্স থেকে এমন অনেককে যেম্নি ধরে আনা যায়
জাহাজী শব্দের মধ্যে নতুন গহনা দেবে বলে কোন কবি
তোমাকেও বুঝিয়ে সুজিয়ে নিয়ে গেল
পরিচিত মহল ছাড়িয়ে বেশ একটু নিরিবিলিতে—বিদেশে।

"ওসব দেয়নি ওরা, মিথ্যা কথা, শুধু—"
কাঁদলে বল এখন কী করতে পারি আমি?
আজ দু'হাজার বাহাত্তর সাল
আপাততঃ মাটিতে খনিজ কোন ধাতু নেই—
ডানা ছেড়ে তোমার মুখের বুকে প্রভাবের মত;
বোঝানো যাবে না এখন তোমাকে আর
ঠিক কোন-কিছুকে ফেরানো শক্ত কত।
তোমার নোলোকে দীপ্ত যার অন্তঃকরণ দুলেছে একদিন
সে তোমাকে গড়েছিল,
যে ধমনি ভেঙে গেছে তাকে আর জোড়ানো যাবে না কোনদিন॥

রেজিগ্‌নেশন

শৌখিন কাচের দরজায় তার নাম লেখা রয়েছে এখনও।
এ-যেন হারানো সূত্রযুক্ত চিহ্ন কোনো
চিতাভস্ম সধবার ড্রেসিং-টেবিলে পড়ে সিঁদুরের গুঁড়ো
কিংবা কোন সবজির বাগানে ভিজে করুণ মাটিতে
মৃত্যুপূর্বে লেগে গেছে পদচ্ছাপ প্রিয়তম স্বামী,

পুরাতন এবং নতুন এরই অন্তর্বর্তী যে সব সময়
কম নয়
যেন মাইক্রোফাইনড্ স্মৃতির সংখ্যাতীত পেণ্ডুলাম
এবং এখন সেই সেই-ই সময় যার পর

পানের রসের লালে মুছে যায় প্রাক্তনের নাম
বাজারী মেয়ের মত দরজার কাটা ঠোঁট থেকে
কোন এক বাবু এলে আনকোরা নতুন।

দরজায় তার নাম রয়েছে এখনও
পায়ের ছাপের মত, সিঁদুরের মত, তবু আর
বেঁচে দেহ নিয়ে ফিরে এলেও সে-ঘর তার নয়॥

শঙ্খ

বেঁচে থাকতে কখনও তোমার সঙ্গে শঙ্খ-লাগা হল না আমার।
নারীদের বুকে থাকে জরী
সে জরী পাব না জেনে আশংকিত হাত তুলে নিই
অভীষ্ট স্মরণে মন নারীদের বুকে রাখে ডানা,
রেণু মাখে, তবু প্রজাপতির পৌরুষে
উদ্ভিদসম্মত যোগ মানুষের অভিপ্রেত নয়।

বিবাহিতা মুখগুলি একদিনই অপূর্ব দেখায়,
তাদের সে লবণতা স্বামী-জন্তু দু'দিনেই চেটে খায় আদেখলার মত
তখনও মণির মূল্য বহুমূল্য জহুরীর কাছে।
তারপর একদিন সদর রাস্তার এক ব্যবসায়ীর হাতে পোড়ে
নারীদের ব্যবহৃত শাড়ি
পশমী চামড়ার গন্ধ থেকে উঠে আসে সেই জরী।
সেই জরী সম্প্রতি আমার বুকে ; সেও আচ্ছা—মেনে নিলে নারী ?

সরীসৃপ

যখুনি ঐ দিকে তাকাতাম :
আ—, এমন পরমনির্ভর উপবাসিনীর মত
আমাকে আগুলে রাখা দৃষ্টির দালান—
অনুভব নরম গালিচা
উত্তেজনা যেন বা ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুক্তা পদ্মরাগ মরকত হীরা
পায়ে ধুলো, ছেঁড়া শার্ট, উড়োচুল, তবু
অদ্ভুত মানানসই এই দণ্ডে এই পরিবেশে
কালা হিম পা-দুটো তখুনি টেনে নিয়ে ধুয়ে দিতে উষ্ণতায়
কেটে যেত বেয়ে-বেড়ানো মৃত্যুর যাবতীয় ভয়

কাঁদলেও বর্ষার মধ্যে সূর্যের মতন
আজ কিন্তু সেই সৌধ নেই
বাঁকাচোরা, দিনে অন্ধকার, গায়ে লেগে পাপড়ি-ভাঙা বিছানার তুলো
দেহজ করনিয়া-জোড়া কী বিষাক্ত এক সরীসৃপ
আমার গা বাইতে চায় বুক ঘষে-ঘষে
আজ আর পালাবার কোন জায়গা নেই।
আর একবার ভালবাসবে
তেমনি করে তাকাবে আবার ?

অমাবস্যার জ্যোৎস্না

কিন্তু জ্যোৎস্না, অবসর বুঝে আসে সবাই যে যার
তুমি তো সেভাবে নও !
পথ চলতে চলতে
না জানি কখন কেউ এদিকে তাকিয়ে ফেলে
মনে পড়লে উঁকি দেয় এক-আধ ঝলক—
তাও 'বহু কাজ পড়ে, এখন কেমন ?'

কেউ-ই আসে না বড়
যারা আসে বিতর্কিত তারা—
প্রচলিত ওষুধের মত, তাও
বৃষ্টি পড়লে গুলি চললে নয়
অথচ সবাই জানে আমি শুয়ে আছি
কোন হল্লা চিৎকারেও আঁটালো তোশক হতে অসম্ভব বের হয়ে আসা
বড় অন্ধকার এই অমাবস্যা রাত
যে-পোষা বেদনাগুলো কুকুরছানার মত এতকাল শুয়ে ছিল বুকের ভিতর
বিবর্ণ গা ঝাড়া দিলে
এক একটা নিঃশ্বাসের গ্রন্থি যেন সমস্ত অস্তিত্ব থেকে খুলে খুলে পড়ে।

দরজায় কে যেন নাড়া দেয় টানের শিকল ধরে
এমন রাতেও জ্যোৎস্না তুমি, স্থায়ী দীপ্তিময়ী নারী !
আ—আমি ক্রমশ ঝরে যাই
দু'চোখের বিন্দুমোত্তি স্বপ্নে ভেসে
পেতে রাখা কাঙালিয়া তোমার আঁচলে নিঃস্ব আমি বারবার
ঝরে পড়ি, প্রতিষ্ঠিত হই ॥

স্থানীয় অ্যাকোয়েরিয়মে একটি নিঃসঙ্গতা

কাচ ঘেঁষে জল, জলের ভিতর লতাগুল্ম, সবুজ গুল্মেরা জলে ঘেরা,
নীল শাদা সামুদ্রিক নুড়ির গা-ঘেঁষে বদ্ধ জল
এবং সে-জলের ভিতর একটি কালো মাছ
কাচ জল লতা নুড়ি এরই মধ্যে যার গতিবিধি।

হ্যাঁ, ওই একটিই মেয়ে মাছ, মরে ছেড়ে গেছে সব
ও-ই একা-একা ঘোরে, কাচ ছোঁয়, লতা কেঁপে ওঠে,
নুড়ির কঠিন দেহ ছুঁয়ে দেখে, খুঁজে আসে বিবর্ণ জলের তল-চূড়া

কোথায় পুরুষ ?
ওই সেইখানে, সন্ধ্যে হলে রোজ যার জন্যে ছোটে !
এখানে সবুজ আলো জ্বলল কিনা দেখা জানা অপ্রয়োজনীয়
বহির্মুখী জীবন আসল :
সে আজ নিশ্চয়ই বোঝে এসব পোষানি রেখে কোন লাভ নেই
শুধু জল পাল্টাও, কোথায় কেঁচো—নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি
তার চেয়ে বাজারের রঙ-বেরঙের মাছ নতুনত্বে স্বাদু।

জল কিংবা বাতাস দুয়েরই রঙ শূন্য
আর সেই শূন্য ঘরে দেখা যায় গভীর রাত্রির
একটি ম্লান জ্যোৎস্না প্রথমেই জানালার কাচ ছোঁয়
কাচে মুখ দিয়ে ভাবে—বাইরে কি সে আশ্চর্য সুন্দর ?
সরে যায়, আঁচলের ছোঁয়া লেগে মানিপ্ল্যান্ট কেঁপে ওঠে
শো-কেসে কঠিন নুড়ি—নীল শাদা সামুদ্রিক—ছুঁয়ে দেখে
কী নিষ্ঠুর !

লেজ নেড়ে বারবার তল-চূড়া ঘর-বার করে ॥

বিষবতী সবুজ বাগানে

আমরা ওই ফুলের বাগান ভরে গড়াগড়ি দেব
দেহ তো ফুলেরই মত ইন্দ্রিয়সঙ্কুল—এতে গর্ভদণ্ড গর্ভমুণ্ড আছে।
পর্যুদস্ত শরীরের এমন সবুজ আয়তন
ভাঁজ-ভাঙা, উঁচুনিচু—আরাম সম্পাত—
ভাল লাগে অলৌকিক সংযোজন, এই বনে ঘাম মাখামাখি।

এরা সব উন্নত প্রথার কোন সঙ্গমে অক্ষম
শিখবেও, সেটাও ভাবা দূরস্থ কল্পনা
সুতরাং এদের দুপায়ে লাগে—সর্বাঙ্গেও, সোমত্ত কেশরে—বিশ্রী দাগ
খোঁচা খেয়ে পিঁপড়ের পাতার বাসা ভেঙে গেলে
অপরিকল্পিত পরাগের মৌল কণা দলে-দলে ঝাঁকবন্দি ছুটে আসে—
অন্নাভাব, শিক্ষার সংকট, মারী, উদ্বাস্তু, আকাল :
সমস্যাসঙ্কুল যত জন্মকীট ছেঁকে ধরে অনন্ত শরীর ;
স্মৃতিচিহ্ন অচল মুদ্রায় আজও খেলা করে ঘাম-ঘুম খেলা
বিষবতী আপেল বাগানে সেই পুং-স্ত্রী আমাদেরই প্রাক্তন মানুষ ॥

দারিদ্র্য-ষাঁড়ের পিঠে

কোটি কীট মারা গেল বাঁচানো গেল না অন্ধকারে
সৃষ্টির বাসনামুখী হামাগুড়ি প্রতিযোগিতায়
তেজহীন কোটি শব মাড়িয়ে গেল অ-মৃত একক
অলৌকিক সংযোজনে কথা ছিল যার।

বায়ু ঝড় নীলগিরি নীলে নীল ডমরুর আওয়াজে
রাত্রি যেন বেপরোয়া ভয় ঝিঁঝি সমুদ্রমন্থনে
ত্রিবেণী-বিমুক্ত জায়া উলঙ্গ দিগ্বিদিগহীন
উল্টোপাল্টা মাংসপিণ্ড যুদ্ধং-দেহি জানুশিরাসনে।

দুঃখের সংসার, তবু অক্ষৌহিণী কীট
অবিরাম ছুটে আসে আয়োজিত দ্রাঘিমা-শয্যায়
নক্ষত্র খসে পড়ে ভূমিকম্প ভেঙে ফেলে মাটি
উর্বর অক্ষতযোনি বেয়ে ওঠে সপ স্বপ্ন ফুল।

নীলকণ্ঠ স্বপ্নের অ-মেরুদণ্ডী রক্তমাখা সূর্যগুলি ঐ গিলে খায়
দারিদ্র্য-ষাঁড়ের পিঠে কিছুক্ষণ পৃথিবীর অনিবার্য জায়া ও সন্তান

ছুঁচো

মা আমার, এমন সোনারচাঁপা শস্যদানা চলেছে কোথায় ?
এসব আলোর কণা   কীভাবে সেকেণ্ডে চলে যায়
এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল গতিতে
কে আসে, কীভাবে লুমেনের শস্যগুলি লুট করে বেঁধে নিয়ে যায়
দেখ, কী সাহস, নিমেষেই
তোমার চোখের সামনে অন্ধকার
তোমার বাছার কাছে অন্ধকার—অলৌকিক ক্রীড়ামোদী জীব,
এদেরও তো প্রাণ আছে, তবু কেন প্রাণে ভয় নেই
আলোভুক বলে
ভুলতে চায়না শুধু একলক্ষ ছিয়াশি হাজার—
জিব দিয়ে চাটে, হাত দেয় ভুতুড়ের মত
সব শস্য আলো-ফুল শেষ হয় একদিন অন্ধকার নামে।

চৈতন্য কোথায়, পাহারায় ?
কর্ত্তব্যের অবহেলা যেন একটা ঘুম-ঘুম আমেজ এনেছে
বিরুদ্ধ হাওয়ার চাপে বায়ুমোরগের কণ্ঠ ঘুরে গেছে—
রুদ্ধ স্বর, জোর নেই তাতে।
প্রিয় উপাদান-কণা
কোথায় লুকোতে পারি,
সর্বত্রই বাচাল সাহস
তোমার চোখের সামনে অন্ধকার
আহ্লাদিত তোমার বাছার অস্তিত্বকে ঘিরে ধরে অন্ধকার
ঠোঁটে শস্য ওই চুরি করে আলোকণা
অচৈতন্য—পরাজিত—একলক্ষ ছিয়াশি হাজার—
                    সুদীর্ঘতা ক্লান্ত—ক্লান্ত গুঁড়ো ধুলো তুষ-কণা

পাল্লা দিয়ে ছোটে অন্ধকার
তার ফোলা হাওয়ার লোমের স্পর্শ আমি টের পাই
সে দারুণ গতিশীল
কজ্জার ভিতরে তার একলক্ষ ছিয়াশি হাজার।

মা, তুমি আমার পাশে থাকো
আনাচে-কানাচে, ঘরে তোমার চোখের সামনে
ঘটমান যুদ্ধের সময়
আলোকণা সোনালী মাঠের থেকে তুষের কঙ্কাল ফেলে কোথায় উধাও
গতিহীন শুদ্ধ লক্ষ ছিয়াশি হাজার দূরত্বকে
নিমেষেই গ্রাস করছে আমার চোখের সামনে লজ্জাকরভাবে
লোমে ভরা এইটুকু বেঁটে অন্ধকার !!

বসতি থেকে উদ্বাস্তু থেকে বসতি

(স্কাইস্ক্র্যাপার ঐশ্বর্যের উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও বিলাসী স্থপতি চতুষ্কোণ থেকে তিল তিল করে সর্বস্ব টেনে নিয়েছে, শুষে নিয়েছে ; অন্যদিকে বাস্তবিক জীবনের পরম গরিবী হয়েছে নির্যাতিত, বস্ত্রচ্যুত, অপমানিত, দগদগে। স্থপতি দুর্যোধন (রাজা) পতনকালে—উরুভঙ্গ অবস্থায় রানী দ্রৌপদীর (গরিবী) সামনে উপস্থিত—আত্মবিশ্লেষক, ক্ষমাপ্রার্থী ; (পুত্র) প্রতিবিন্ধ্য-স্বরূপ সমস্ত জনজীবনের ভাবী প্রতিবিন্ধ্যদের জীবন-সংগ্রামের শিক্ষায় যোগ্য উত্তরাধিকারী করে তোলার গোপনতা ব্যক্ত করে—যা নিশ্চিত অজ্ঞাত ছিল সকলের কাছে। এই পৃথিবীকে ফুটিয়ে তুলতে চারপাশে চাই চিরন্তন মৃত্যু অথবা পরম অন্ধকার—তা সে যতই অনাকাঙ্ক্ষিত হোক। একপাশে ধনী বসতির গা জুড়ে জীবন থেকে বহিষ্কার, তীব্র বাস্তুহীনতা, অন্যদিকে ভগ্ন পরিত্যক্ত সৌধাবশেষ জুড়ে গুঁড়ি-গুঁড়ি শ্যাওলার জন্ম-তৎপরতা—সবুজ অখণ্ড বসতি।)

প্রথম সর্গ

রানী, আমি তোমায় ডেকেছিলাম অবশিষ্ট এই-ই কারণ
আমি আজ শিশু
সূর্যের আঁতুরে ঘাস-জননীর সবুজ রক্তের মধ্যে প্রথম অবোধ
জানি, আমি কোথায় অফলা, তবু ভেবে দেখ, মস্তিষ্ক আমার
কীভাবে বিবেচনার বুক ফেঁড়ে রক্ত চেটেছিল।
আশা রাখি, এ প্রত্যয়ে তোমার ক্ষমার জাদুঘরে
নির্মম দ্রষ্টব্য হতে পারি।

দ্বিতীয় সর্গ

না, তা হয় না—ঘনিষ্ঠ রাত্রির মুখমণ্ডলের চূড়ান্ত সীমানা
ভরে উঠল উদীয়মান লাল কণ্ঠস্বর :
-রাজা, শক্তিমান তুমি, প্রতিবিন্ধ্য আমার সন্তান

তোমার দাসত্ব থেকে মুক্তি দাও, আর
দাস করে রেখনা এদের !
মনে আছে কত অনুরোধ করেছি তোমায় ?
আরও, সেই অপমান—নারীত্বের, সামগ্রিক জননী গোষ্ঠীর ?
ভাবো দ্বিধাহীন
একবস্ত্রা, রজস্বলা সূর্যমুখ দেখেনি তখনও
যাবে রানী তোমার সভায় !
তুমি ধরবে চূড়া, তাই আয়োজন আমাকে উলঙ্গ করা এই সভা
মানুষের জয়যাত্রার আমি সেই নির্মিত গরিবী
আমার আঁচল খুলে দিয়েছ বুকের
প্রকাশিত দেহ
কী অপমানিত লজ্জারক্তে জ্বলে যাচ্ছে লাল অস্তমিত স্তন
বস্ত্রহীন গরিবী পরাগ, ছড়াছড়ি দিনের আলোয়
রাজার অমেহনতি সীমানার গোঁজে বাঁধা দ্রাবিড় পল্লীর মত
ফুটন্ত শাপের ফুল সৌধকে সুষমা দেবে রোজ—
যেমন আলোয় অন্ধকার, কালো পাপের দেহের পাশে পুণ্য-শাদা
বাস্তব উজ্জ্বল

সেই হেতু আমাকে উলঙ্গ হতে হল ?
সূচক মাটির জন্য নোংরা ব্যবহারিক গাধার পিঠে পচনশীলতা
প্রতিবিন্ধ্যদের মাতৃবিভাগীয় নিঃশর্ত জননকেন্দ্র উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষিত
শকুনির রাজকীয় ভোজসভা, মানুষেরই স্বরভুক্ত অদ্ভুত চিৎকার !

তৃতীয় সর্গ

চুপ কর, তুমি চুপ কর !   আর বোলোনা নন্দিনী !
দুঃসহ কাত্‌রানি একটা পাঁজরা-ফাটা উৎক্ষিপ্ত দোপাটি :
মৃত্তিকার সুবাস-প্রণালী চিরে বুক-সাঁতারী ঢেউ
একচেটিয়া আবহাওয়ায় ছেড়ে দিয়ে বায়বীয়মণ্ডল সাজাব

কড়ি বর্গা কাচ গ্রিল পালিশ অলিন্দেরা মোজায়েক রূপান্তরী শিলা
কার জন্য, কারা যোগ্য উত্তরাধিকারী ?
প্রতিবিম্ব্য যত !
আমি চেয়েছিলাম ভূমিকা শক্ত হোক, শিক্ষাসংক্রান্ত দলিল যেন
বাস্তবসম্মত।
তারা জৈব মরুভূমি দিয়ে হেঁটে চেঁচাবে তৃষ্ণায়
প্রতিসরণের ভুলে নকল নদীর সঙ্গে ছুটে ছুটে হেরে গিয়ে শুকনো ছাতি
ফাটাবে, কে চায় ?
চাইনি বলে এদের করেছি বন্দীদাস, যুদ্ধমুখী
আঠারো দিনের মধ্যে আঠারো বছর, সে কি মিথ্যা, ভয়ংকর ?
এই সৌধ-শরিকানা একার আমার ? অসম্ভব !
তা না হলে সবজি-রঙা শৈশব দিগন্ত হতে দেখা সেই কল্পনার শাদা
জ্যোৎস্নাগলা স্কাইস্ক্র্যাপার সমুদ্রতরল
কেন আজ দুরন্ত বিহ্বল ?
ভেসে আজ আমি, আমার পায়ের নীচে বর্তমান—ইতালির
মোজাকী পাথর দ্বীপ নেই
ভেসে আছি আমি
দেয়ালের শাদা রঙ, কাচ-গ্রিলে সমগ্র ইন্দ্রিয়ে চুমু দিতে
টকশক্তি জাগাতে অক্ষম
সমুদ্রের উৎপন্ন খেলায় বিপন্ন বিষুব-বিন্দু আমি।

তুমি নগ্ন হলে
তোমার জীবন্ত মুখে ঠিকরে পড়বে তোমাদেরই ছেলেদের মায়া
দগদগে তোমার জ্বালা প্রতিবিম্ব্যদের হাত ভরে দেবে
নাতিদীর্ঘ শিশু প্রতিশ্রুতি :
'একদিন শোধ করে দিও।'
তারা জন্মমাটি ছেনে একদিন যুদ্ধ করবে কুমোরের ঘুরন্ত চাকায়
চিনে নেবে শীর্ষদেশ—
'এ-ঐশ্বর্য ! এরই জন্য নির্যাতিতা আমার জননী ?'

এ-ভাবে নেতিয়ে-পড়া মন যেন মায়ের সাপুড়ে-বাঁশি শুনে
বুকের খোপর থেকে ডালা ঠেলে উঁচু করবে মেরুদণ্ড, ফণা।

এই পরিকল্পনার বিষে আমারও কি জ্বালা কিছু কম ?
এই বিষ পোড়াতে পারিনা
নিকৃষ্ট রাজার প্রতি জীবনের অবিশ্বাস যত সে-যে তোমাদেরই দলে
রক্তাড্লে আমারই স্বাক্ষর।

চতুর্থ সর্গ

আমার দু'চোখ জুড়ে নামে ঘুম যেই ঘুমে স্বপ্নাতঙ্ক নিরক্ষ অসুখ,
আক্রমণকারী এসব কাদের মুখ
মৃত্যুতেও শান্তি নেই, নিদ্রাহীন মৃত্যু হতে পারে ?

বৃষ্টিপাতে আক্রান্ত উদ্ভিদ ঐ বের করে কচি কচি পাতা তলোয়ার
সামনে উরুক্ষম প্রতিবিন্ধ্যদের ছাওয়া হয় সবুজ বসতি।
দিন যায়
চুক্তিভঙ্গ উরুর জ্যাওলাটে সন্ধি পোঁতা থাকে নীল অন্ধকারে॥

দুঃখের গাছ এবং কাঠুরিয়া

যা-বলতে চেয়েছিলাম এবং বলেছি যা তা আকাশ-পাতাল
মানাবার এ-রুগ্ন ভূমিকা
বড় হয়ে ফুল হয়, পাতা হয় গাছে।

স্বপ্ন প্ররোচনা দেয়, গাছেরই নীচেয় শুয়ে কেননা ঘুমুই
নুয়ে আসে অন্ধকার দুর্বৃত্তের মুখ, কঠিন পেশল,
ডালপালা-বাড়ানো সেই সূর্পনখা হাতের আঙুল
টিপে ধরে গলা।

তখুনি আমার হাতে কেঁপে ওঠে স্বভাব-কুঠার
বীজ পুঁতে কত দিন ছিটিয়েছি জল
কাউকেও বলিনি
পাঁজরের বেড়া-দেওয়া চারা কী যে সাহসী কুশল
কী দুরন্ত, আমাকে ছোটায় দিনভ'র
অবশেষে, এই সেই রাত !

জলদেবী উঁচু-হাতে আমাকে দেখিয়েছিল পরাজিত প্রাক্তন কুঠার
শাস্তিক্ষেত্রে আমারও কাঙালিপনা ছিল অপরাধ ;
এই গাছ জ্বালাতে চেয়েছি, আমি অব্যর্থ মিথ্যুক—
দুঃখ-বীজ, এই গাছ অবিচ্ছিন্ন একান্ত আমার !

জলদেবী উঁচু-হাতে আমাকে দেখিয়েছিল সোনালি বা রূপা
কিন্তু তা মেলেনি, ডুবে গেল।
বেঁচে থাকে মাটির উঠোন জুড়ে বাড়াবাড়ি বনস্পতি
সেই রাত নিজস্ব আমার ॥

দুঃখময় দিন থেকে নেওয়া

তুমুল বৃষ্টিতে জন্ম হল
যত দারিদ্র্যই থাক অন্তত সেদিন
শুনেছি মায়ের কাছে, শাঁখ বেজেছিল,
অন্ধকার আছে তারপরও
ভাবি আমি কী করে সম্ভব এত দন্তমেলা-হাসি
কারা সেই শাদা হাসি হাসে !

ভাঁটা-পড়া কিনারার কাদায় কাদায়
শিথিল হাওয়ায় হাঁটি,
দুঃখকষ্টে সমভাবাপন্ন এমন্নি একজনকে খুঁজি
সে-ও এক কাঁটাভরা বিশুষ্ক শিমুল
যার ফুলো আবহাওয়া-পর্যুদস্তকারী দুঃখের অনেক কাক
ফলের প্রত্যয়গুলো দিনভ'র খুঁচে খুঁচে খায় ;
দিনগুলো, চল যাই, হেঁটে হেঁটে চল ।

একদিন শিমুল বীজেরা সব ফেটে পড়ল শুভ্রতায়
স্তূপ-স্তূপ দুরন্ত হাওয়ায়
তৎক্ষণাৎ ঐ-সব উড়নশীল বিস্ময়ের পিছু
ছুটতে ছুটতে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি,
"ও শিমুল, বলে যাও, কী করে এমন করে—"
বলে গেল—
অনন্তের সামান্যই ক্ষতি হয়, সবই প্রায় থেকে যায় নিষ্ঠায় সঞ্চিত ।

থেমে যাই, কাজে ফিরি নিজস্ব বিন্যাসে
সেই থেকে আছি অপেক্ষায়
কবে ফাটবো বিপুল আনন্দে আমি শাদা-হাসি তুলোর গোলায় ॥

বাস্তব

মেলায় কী কেনা যায়—চুড়ি, খেলনা-গাড়ি, মাটির ভেনাস !
খাবার—পাঁপর-ভাজা, আর :
আমি জুয়া খেলি
পিণ্টু ঘোরে নাগর দোলায়
স্ত্রী নানান দর নিয়ে নাড়াচাড়া করে, তারপর—
"মডার্ণ ম্যাজিক—দেখ, গলা কেটে মানুষ-বাঁচানো"

চলন্ত সংসারে গাড়ি বিকল, কাঁচের চুড়ি গুঁড়ো,
ভেনাসেও ধুলো জমে ওঠে।
একদিন হঠাৎ গম্ভীর পিণ্টু বলে—
মিন্টুর দাদার গলা কারা কেটে গেছে, কাঁদছে সব
তুমি কি বাঁচাবে বাবা সে-রকম মেলার ওখানে ?

নাগরদোলার সুখ হয়ত ফিরে পেতে ভুলে গেছে,
'মানুষ-বাঁচানো' দাগ তবু ভাল মোছেনি বালক ॥

সমুদ্র, পাহাড়

সুনন্দা, কোন্‌টা চাও তুমি
পাহাড়, না সমুদ্র ?
পাহাড় এবং সমুদ্র—
দুই-ই চাই।

বস্তুত সমুদ্র জড়ো করে পাহাড়ের মত রাখা
আবার পাহাড় গলিয়ে সমুদ্র :
সমুদ্র টোপর পরে
পাহাড় গড়িয়ে পড়ে হেসে।

একসঙ্গে দুই-ই পাওয়া শক্ত, সুনন্দা!
বরং বুকটাকে উঁচু কর,
চওড়াও—
ব্যাপক গভীর করে দেখে নেও পাশাপাশি সমুদ্র-পাহাড় একাকার ॥

রাধারানী, লুসি গ্রে

অশ্রুপাতে কর্দমাক্ত শৈশবের কাঁচাপথে অঝর বৃষ্টিতে
একদিন সে হেঁটে গেছে বুকে চেপে বুনো ফুল-মালা
আমার হৃদয়ে উষ্ণ নিঃশ্বাস বিঁধিয়ে যখন সে চলে যায়, আমি
ভিজে পৃথিবীর শুষ্ক জানালায় দাঁড়িয়ে ছিলাম
বিদ্যুৎ মাথায় করে হতে আমি পারি নাই তার কাছাকাছি।

শৈশবের আর এক দুর্যোগের দিন
ঝ'ড়ো মেঘ, আকাশে বিদ্যুৎ শাদা, পথ ঢাকা তুষার-পতনে
অসহায়, একান্ত নির্জন জলাভূমি
দারুণ আক্রান্ত রাতে প্রান্তর পেরিয়ে
অচেনা শহর হতে আনতে হবে মা-কে তার পথে আলো ধরে,
আমার নিশ্চল বুকে ছোট্ট দু'টি পাতা ফেলে ফেলে
হেঁটে গেল, আটকে গেল মাটি-স্বর্গ সেতুর বেড়ায়।

কাপুরুষ আমার যৌবন ভেঙে যেইদিন আমি নিঃস্ব হয়ে
পেতে চাই রাধারানী-লুসিদের ফিরে
চেয়ে দেখি নিজস্ব সৃষ্টিকে নিয়ে বঙ্কিম-ওয়ার্ডসওয়ার্থ
হাসিমুখে আজও খেলা করে ॥

যুগান্তর

যুগান্তর কাকে বলে, সাজানো শব্দের জরীপাড়
কল্পনা-সমুদ্র-পোতে ঘা খেয়ে বিলুপ্ত অন্ধকারে,
শহরের শেষ ট্রামে বিমানের ভগ্ন হাহাকার
শব্দে রাত ঘন হয় আস্তাকুঁড় নর্দমা-প্রাকারে।
বুকে হাত শব্দ গোনে ভয়ংকর ঘড়ির দোলকে,—
মজানো কাদার তালে আবর্তিত শিল্পের প্রতিমা
মুখ তুবড়ে পড়ে যায় খবরে কাগজে, কার শোকে
যুগান্তর চেয়ে—ক্লান্ত কবি মাপে কাব্যের দ্রাঘিমা।

মাথা বুকে ঝমাঝম্ অষ্টমীর তীক্ষ্ণ সন্ধিক্ষণে
বিস্ময়ে বিস্ফার চোখে ঘামতেলে আরাধ্যার চোখ—
সহস্র মানুষ লুপ্ত, করুণার্থী একাকী নায়ক
আশ্লিষ্ট দেবীর বুকে স্বপ্ন দেখে বুনোট বুননে।
নগরের ক্লান্ত ইঁটে মাথা রেখে নিদ্রিত কপাট
অস্থির মিছিল ভাঙে রঙ-মাটি খড় আর কাঠ॥

সময়

মনোহারী পসার সাজানো, এস, কর কেনাবেচা,
লাল-নীল হরেক রঙের ফিতে হিমানীর মেলা
নাইলন পলিথিন লুডো তাস ঘোড়া বাঘ পেঁচা
সাজালাম শেষলাভে পেতুলাম—চলে ঘণ্টা বেলা;
মনের ওজন বুঝে পাবে তুমি আলো ঝিলমিলে
আতর সুরভি মোড়া, রেশমের মোলায়েম চুল

দেখোনি কি বিজ্ঞাপন অতিরিক্ত বেশী কিছু নিলে
পরিপাটি মোড়কের সঙ্গে পাবে কাঁচা দু'টি ফুল ?

এ শুধু বালির চর ব্যবহার খালি ধুয়ে যায়
শুভ্র দাঁত মিষ্টি গলা যাতায়াতে ভঙ্গী মনোরম
কিছুই থাকে না মনে ওজনের নির্ভুল খাতায়
শুধুই শূন্যের ঘরে পড়ে থাকে বিক্রী বেশি-কম।
বন্ধের সময় পেণ্ডুলাম বেশী টক্ টক্ করে
ছেঁড়া কলাপাতা শব্দে সারা রাত স্মৃতি দোলে ঘরে॥

অকলঙ্ক

কলঙ্কী নূপুরে তোর বেজেছিল বৃষ্টি ঝমাঝম্
করতল-রেখা তপ্ত বাসনার আলোকলতায়
ঘনঘটা শিশিরের জলে ভিজে স্থৈর্যে মনোরম
অবসন্ন প্রত্যাশায় গুনেছিল কাল পায়ে পায়।
বাবুই ফেরেনি নীড়ে সন্ধ্যাঝড়ে আকাশের গায়
উন্মত্ত যৌবন-ভোগ কালো মেঘে বিদ্যুতের দাঁতে
বিদীর্ণ বিক্ষত দগ্ধ, রক্ত নাচে উষ্ণ ফোয়ারায়
অবিরাম রাত-জমা হিংস্রতায় হার ছেঁড়ে হাতে।

তবুও মাটির বুকে অস্থ তোর বীজ ছিল বোনা
ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলে রক্তলাগা হাতদু'টি তাই
আয়ুর সন্ধানে ধরে নৌকাদাঁড় ঘুড়ির লাটাই
ঝড়ের বিরুদ্ধ টানে পড়ে থাকে ঢেউগুলি গোনা।
নূপুরের শব্দ তোর আরাধনা রক্ত-মাংস-হাড়ে
অকলঙ্ক চিরায়ত শুদ্ধতায় পাতার বাহারে॥

বন্যাডুবি, ঘুমভাঙানি

পুত্র আমার ছোট্ট বাছা ঘুমিও না
ঘরের ভিতর বন্যা ভাসে উঠে পড়ো
চোখের কাজল লেপ্টে যাক বিস্ময়ে
বন্যাডুবি, ঘুমভাঙানি, হও বড়ো !

পতঙ্গ-কীট সাপের মেলা মশামাছির
বিষের মুখে বিষ ঢেলে দাও—প্রতিক্রিয়া
কচি দু'টি হাতের মুঠোর প্রতিশ্রুতি
হোক উঁচু হোক চিলের মত—মিলিশিয়া।

তুমি আমার হীরে-হারা বুকে ব্যথা
বিপুল রাতের বর্ষা যেন খুন ঝরে
বুকের ভিতর স্তব্ধ কাঠি জল মাপে
আর কত দূর পুত্র ওরে দূর চরে !

চুল ছেড়ে দিই বিধাতাকে অভিশাপ
মায়ের আগুন ছড়িয়ে যাক তোর বুকে
সাঁতার কেটে সাঁতার দিয়ে সাঁতরে যা
ছড়িয়ে দে তুই বাড়বানল প্রাণ ঠুকে।

কয়েক হাজার শত হাজার লাখ কোটি
জ্বলবে কবে কচি চোখের মোমবাতি
দেখব কি আর, দেখব না আর এই দু'চোখে
আমার মৃত নীল আকাশে লাল স্বাতী ॥

শপ্‌-ফ্লোর্‌ থেকে বিষ্ণুপ্রিয়া-কে

বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমার চিরন্তন অভাব আর শাশ্বত অভিমানের বিনিময়ে আমি কার ডাক শুনি! তোমার অলংকার খুলে ফেলার টুং-টাং শব্দ আজও আকাশে, বাতাসে। তবু তুমি আমাকে সাজিয়েছো—বুড়িয়ে ফরসা-হওয়া সেই শেষ ভোরে।

কে আমাকে ডাকে! আমি বলি, যাই! আমি অন্ধকার থেকে উচ্চৈঃস্বরে নিদ্রাচ্যুত কবিতা রচনা করতে বলি—তোমরা সবাই আজ কবিতা রচনা কর।

বিষ্ণুপ্রিয়া, কাজের বেগ আমাকে ধাক্কা দেয়, আমাকে ক্ষ্যাপায়; একটা দুর্দান্ত হিমবাহ চৈত্রদুপুর-কে জুড়িয়ে রাখে।···কারখানা, কারখানার মধ্যে সেই করুণাময়ী ভোর আর আমি। নতুন লোহা—সবুজ-কালো-সংযুক্ত ময়ূর-রঙের টাট্‌কা নাট-বল্টু, পিণ্ড বা শলাকা। বেনারসী-বেগ্‌নি তামার তার। জ্যোৎস্নাযুক্ত শাদা অ্যালুমিনিয়াম্‌। হলুদ প্লেট্‌, ধূসর মোড়ক। আমার সামনে! এসব আমার চোখে সুবাসিত অরণ্যে বোঁটায়-বোঁটায় ঝুলে'। এ কীসের বাগান! এ-ফল কেমন? টিপলে কঠিন, দেখতে নানান আকৃতির, গ্রহণে বিস্বাদ-যুক্ত। এ কী বস্তু! পায়ে পড়লে পা থেঁতো হয়, চোখে লাগলে নিশ্চিত অন্ধ, খোঁচায় অনিবার্য রক্তপাত। ঠাণ্ডা রাবড়ির মত থকথকে পলিয়েস্টার। লোভনীয়। কাজে অমৃত, অস্ত্র-প্রণালীতে বিষ। অথচ এর চৌম্বক ক্ষেত্রে একশ জন মানুষ দু'শো হাত দু'শো পা নিয়ে কাজ করছে। দু'শো চোখের মণি আর দু'হাজার আঙুল রাখে নৃত্য-তাল। আলোর কোটি-কোটি লুমেন অভ্রকণার মত গুঁড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে। কোটি-কোটি অভ্র-নক্ষত্রের চাঁদোয়া-ঘেরা এ-এক অলৌকিক বাগান। সমস্যার উপর সমস্যা, বিজ্ঞানের পিঠে বিজ্ঞান, কাজের সূত্রে কাজ আর আমার মধ্যে সব! আমি ঠিক এই মুহূর্তেই কবিতা রচনা করি; ধূসর মেঘের মোড়কে রাংতার মত উজ্জ্বল।

বিষ্ণুপ্রিয়া, আমি জানি কে বা কারা আমাকে ডাকে। আমি তাই যাই। তোমার অলংকার খুলে ফেলার চিরন্তন টুং-টাং আমার আকাশে, বাতাসে! আমি ওদের বলি, অন্ধকারে তোমরা কবিতা রচনা কর॥